হায়াতের মোরাকাবা

এই মোরাকাবার মাকসাদ হল আমরা আমাদের হায়াতকে কিভাবে দেখতে চাই কিভাবে পেতে চাই- নিজ কল্পনার আয়নায় সেটিকে নিরন্তর দেখতে থাকা ও সাজাতে থাকা। বস্তুত আমাদের এই হায়াত হল আল্লাহ পাকের দেওয়া এক বড় নিয়ামত। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহের অবলম্বনে মহান আল্লাহকে জানা, আল্লাহকে মানা, আল্লাহর মারিফাত হাসিল করা ও আল্লাহকে রাজি খুশি করে আখিরাত গমনের এক মহাপবিত্র পরিকল্পনার (তাকদীর) অংশ হিসাবে আজ আমি দুনিয়ায় বিদ্যমান। আলহামদু লিল্লাহ।

মহান আল্লাহ আমাকে তাঁর খলীফার সম্মান দিয়ে (এ জন্ম মানুষের সম্মান ফেরেশতার চেয়েও বেশী) দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। আমার কল্যাণের জন্যই তিনি গোটা কায়েনাত সৃষ্টির আয়োজন করেছেন এবং এ সব কিছুর যথাযথ লালন পালন করে যাচ্ছেন। তিনি নেপথ্যে বিদ্যমান হয়ে আমাকে দিয়েছেন কায়েনাতের উপর আমার কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব তথা কুওয়াতে এখতিয়ার। তিনি আমাদের খালেক আমরা তাঁর দয়ার সৃষ্টি। তিনি আমাদের মালিক আমরা তাঁর বান্দা। তিনি আমাদের রাব্ব আমরা তাঁর অনুগ্রহ-ধন্য। তাঁর হুকুমই আমরা বেঁচে আছি আবার তাঁর কাছেই আমাদের সকলকে আখিরাতে ফিরে যেতে হবে (মওত); অন্যত্র পালিয়ে থাকার কারো কোন সুযোগ নেই। সকলকে আখিরাত ফিরে যেতে হবে হয়ত ইজ্জত নিয়ে নয়তো যিল্লাত নিয়ে।

আখিরাতে আমার আবাদুল আবাদের জিন্দেগী তাঁরই সাথে থাকতে হবে, তাঁরই সাথে চলতে হবে (খালিদীনা ফীহা আবাদা) খালেক আর মাখলুক চলবে একই স্রোতে কাল থেকে কালান্তরে; যে কালের কোন শেষ সীমানা থাকবে না।

সেই লক্ষ্যে দুনিয়ার এই হায়াতের মধ্যে সহীহ আমল- আখলাকের চর্চা করে যথাযথ যোগ্যতা অর্জন করা আমার দায়িত্ব। আমার এই হায়াত হল বস্তুত আখিরাতের সেই অনন্ত হায়াতের শষ্যক্ষেত্র। যারা আমল আখলাকের এই শষ্যক্ষেত্র সুন্দর ভাবে নির্মাণে সক্ষম হবে তাদেরকে তিনি দয়া করে

জান্নাতে দাখিল করবেন। ফলত তারা পাবে আবাদুল আবাদে তার সাথে থাকার গৌরব। তারা লাভ করবে আবাদুল আবাদের সুখ সমৃদ্ধি। আর পক্ষান্তরে যারা আমল আখলাক বানাতে ব্যর্থ হবে তাদেরকে তিনি দাখিল করবেন জাহান্নামে; যেখানে তাকে ভূগতে হবে কঠিন শাস্তি, তারা বঞ্চিত হবে তাঁর সাথে সেই আবাদুল আবাদের লেকা ও রেযার নিরন্তর সুখ ও সমৃদ্ধি থেকে।

দুনিয়ায় নিজে চলা ও অন্যকে পরিচালনার জন্য মহান আল্লাহর স্বীকৃত সহীহ আমল- আখলাকের স্বরূপ তথা জীবন পদ্ধতি কি হতে হবে তারই প্রশিক্ষণ দিয়ে গিয়েছেন পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মদ সা। আবার আল্লাহর পছন্দনীয় বান্দা হয়ে সেই আমল ও আখলাকের উপর কিভাবে জীবন পরিচালনা করতে হয় সেই নমুনা দেখিয়ে গিয়েছেন হযরাত সাহাবায়ে কিরাম। আমি আমার জীবনকে কুরআন সুন্নাহের আমলের মাধ্যমে সেই সাহাবা ওয়ালা জীবনে পরিনত করতে পারাই হল আমার জীবনের প্রকৃত সফলতা। (আসলে নবী আ. ছিলেন সাহাবায়ে কিরামের জন্য আদর্শ। আর সাহাবায়ে কিরাম হলেন গোটা মানবতার জন্য আদর্শ। আপনার যোগ্যতা মনমানসিকতার সাথে কোন না কোন সাহাবীকে আপনি খুব কাছে পাবেন। তিনিই আপনার জন্য মডেল। খাস করে নিতে পারলে খুব ভাল। নয়তো আমভাবে অনুসরণ করতে পারেন) ৬৩ বছরের জিন্দেগী। ৪০ থেকে নবুওয়াত শুরু। ৬৩ বয়স বয়সে ওফাত। এটাকে আপনি খুব মনে রাখতে হবে।

হায়াতের মোরাকাবার মূল কথা হল, কতগুলি মৌলিক সিদ্ধান্তের উপর জীবন পরিচালনার কল্পনা মনের ভিতর প্রতিষ্ঠিত করা। যেমন

০১. আমি আমার সেই প্রকৃত অভিভাবক মহান আল্লাহকে রাজি খুশি করে কবরে যাওয়ার সকল চেষ্টা করবো। এতদুদ্দেশ্যে সাহাবা ওয়ালা মন মানসিকতা নিয়ে আমি শরীঅত ও সুন্নাহের উপর নিজে চলবো ইস্তিকামাতের সাথে আবার অন্যকে চালাবো ইকরামের সাথে। আমার নামায কলাম তথা সকল ইবাদত বন্দেগী হবে সাহাবা ওয়ালা নামায ও ইবাদত

বন্দেগী। আমার আখলাক লেনদেন সবকিছু হবে সাহাবা ওয়ালা আখলাক ও লেনদেন।

০২. আমি উম্মতের সকল **আকাবির** আসলাফের (**উলামা পীর মাশায়েখ**) উপর গভীর শ্রদ্ধাশীল থাকবো। তাঁদের যাবতীয় মেহনত অবদান ও উপদেশ থেকে নিজে পথ চলার পাথেয় গ্রহণ করবো। তাদের কারো উপর আমি আমার মনে কোন কুধারণা পোষণ করবো না। তবে শরীঅত ও সুন্নাতে বাইরে কোন ধরণের শিরক বিদআত ও রুসুমাতে সাথেও যুক্ত হবো না।

০৩. আমি আমার **চার শত্রু** তথা **নফস, শয়তান, দুনিয়া ও গাইরুল্লাহ-এর** বিষয়ে খুব সাবধান থাকবো। খুব সাবধান থাকবো। আমি জেনেশুনে নিজেকে কোন গুনাহে লিপ্ত হতে দিবো না। আর বাইরের কোন গুনাহের সাথে আপোশ করবো না। সকলকে একরামের সাথে তাকওয়া ও পরহেযগারীর দাওয়াত দিবো। অর্থাৎ **আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল** মুনকারের চেষ্টা করবো।

০৪. আমি যথানিয়মে **ইহসান** তথা প্রাত্যহিক **ধ্যান ও মোরাকাবার** মাধ্যমে নিজ **কলবকে** তাজা বানিয়ে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মহান আল্লাহর সম্যক **মারিফাত** তথা **পরিচয়** হাসিল করবো। সর্বদা তওবা ইস্তিগফারের ইলতিযাম করবো ও হাক্কানী রাব্বানী তথা **আল্লাহওয়ালা আলিম উলামার সুহবতে** থাকবো।

০৫. আমি মহান আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে আমার **পীর হযরত ড. মুশতাক আহমদের হাতে হাত রেখে** বাইআতের মাধ্যমে আমার কৃত **'পাঁচ ওয়াদা'কে** শতভাগ বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট থাকবো। শরীঅত সুন্নাতে উপর সুদৃঢ় থাকবো। দৈনন্দিনের মামূলাত আদায়ের দ্বারা দিলের মধ্যে মহান আল্লাহর প্রতি **ইশক ও মুহাব্বত** প্রতিনিয়ত **বৃদ্ধি** করে যাবো। আয় আল্লাহ আমাকে তওফীক দান ফরমান। আমীন। আমীন। আমীন।